এ সংখ্যায় থাকছে

প্রথম পাতা
শেষের পাতা
অন্য খবর
দেশের খবর
খেলার খবর
চতুরঙ্গ
বিদেশের খবর
সম্পাদকীয়
ব্যবসা বানিজ্য
অর্থ বাণিজ্য
শিক্ষা সাগর

অনলাইন জরিপ

দৈনিক জনকণ্ঠ
KHULNA ROYAL BENGALS

আজকের বিষয় : ফল পাকাতে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার প্রতিরোধে আইনটি দ্রুত বাস্তবায়ন করে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে না?

হ্যাঁ
নাঁ
মন্তব্য নেই

মতামত দিন

ফিচার পাতা

যাপিত জীবন

ছবি ঘর

শোক সংবাদ

পুরাতন সংখ্যা

রবিবার, ১৩ জুন ২০১০, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

জামায়াতের হাজার কোটি টাকার বিপরীতে বরাদ্দ অপ্রতুল

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

বিকাশ দত্ত ॥ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আগামী অর্থবছরে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা অপ্রতুল নয়। যদিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করতে জামায়াতে ইসলাম দেশী-বিদেশী উভয় সোর্স থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবার পর থেকে সরকার চলতি বাজেটের সমপরিমাণ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহল আশা করছে এই অর্থ দিয়েই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা যাবে। আর যদি আরও টাকার প্রয়োজন হয় তা হলে সরকার সেটাও নিশ্চিত করবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল প্রচেষ্টায় সরকার ভীত নয় । সরকারের এই মেয়াদের মধ্যেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা হবে। ট্রাইব্যুনালের তদন্তকারী সংস্থা এবং আইনজীবী প্যানেল তদন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত শেষেই রিপোর্ট প্রদান করা হবে। আইনপ্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আগামী অর্থবছরেও ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে । আশা করা হচ্ছে এই বাজেট আগামী অর্থবছরের জন্য যথেষ্ট। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যদি আরও টাকা লাগে তা হলে সরকার অবশ্যই বরাদ্দ দেবে। গত অর্থবছরেও সরকার এই খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। সে টাকার কিছু অংশ খরচ হয়েছে, বেশিরভাগ টাকা এখনও রয়ে গেছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে , তা অপ্রতুল নয়। আগে যে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, এবার আরও ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সে অর্থে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এই বরাদ্দ যথেষ্ট। ইতমধ্যে সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের ওপর তদন্ত কাজ শুরম্ন হয়েছে। ১৯৭১ সালে যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল তাদের বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিচারে যাতে কোনরূপ ত্রুটি ধরা না পরে, সে জন্য বার বার যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, রিপোর্টর্ দিতে দেরি হবার অন্যতম কারণ সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। যাতে কোন নিরীহ মানুষ দোষী না হয়। তিনি আরও বলেন, এই সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে সুপ্রীমকোর্টর্ আইনজীবী সমিতির সাবেক সম্পাদক শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এটা খুবই অপ্রতুল। কারণ জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করতে দেশী-বিদেশী সোর্স থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করছে। সে দিক দিয়ে সরকারের এই খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। আরও বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল।

যুদ্ধাপরাধী বিচার ইস্যুতে জামায়াত এতদিন বলেছে। এখন তাদের সঙ্গে বিএনপিও কথা বলছে। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে জামায়াত-বিএনপি অভিন্ন। একাত্তরের ঘাতকদের পুনর্বাসিত করেছে বেগম জিয়ার প্রয়াত স্বামী জিয়াউর রহমান। গোলাম আযমকে দেশে এনে নাগরিকত্ব দিয়েছেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভায় যুদ্ধাপরাধীদের ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তারই পথ অনুসরণ করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। খালেদা জিয়ার সময় মন্ত্রিসভায় জামায়াতের দুই জন সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের ঠাঁই করে দেন । কয়েকটি সংগঠন যে তালিকা তৈরি করেছে তার মধ্যে অন্যতম জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ৰমতায় আসার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। তারই অংশ হিসেবে পুরনো হাইকোর্ট চত্বরে স্থাপিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ২৫ মার্চ সরকার ট্রাইবুযনালের চেয়ারম্যান, সদস্য, প্রসিকিউটর এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। ইতোমধ্যে তদনত্মকারী সংস্থা তাদের তদনত্ম কাজ শুরম্ন করেছে। তদনত্মকারী সংস্থার তদন্ত কর্মকর্তা মেজর (অব) সামসুল আরেফিন বলেছেন, তদনত্ম কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত শেষেই রিপোর্ট প্রদান করা হবে। ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু বলেছেন, তদন্ত কর্মকর্তারা তদন্ত শেষে আমাদের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবেন। এর পর ঐ রিপোর্টর্ যাচাই-বাছাই করে ট্রাইব্যুনালের কাছে তুলে ধরা হবে। ট্রাইব্যুনাল তখন বিচার প্রক্রিয়া শুরম্ন করবেন। আমাদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। মানব ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যা , নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জার্মানির হিটলারের নাৎসী বাহিনী, ইতালিতে মুসলীনির ফ্যাসিস্ট বাহিনী এবং প্রাচ্যে জেনারেল তোজোর জাপানি বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে বর্বরতম অপরাধের কথা বিশ্ববাসী কখনও ভুলবে না। হিটলারের নাৎসী বাহিনী যেভাবে ইহুদী, কমিউনিস্ট ও অজার্মানিদের হত্যা করেছে সভ্যতার ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। ঠিক তেমনি পাকিসত্মানী সৈন্যরা যেভাবে বাংলাদেশে গণহত্যা করেছে তারও নজির নেই। শুধু গণহত্যা নয়, পাকিস্তানী সৈন্যরা ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটও করেছে। আর তাদের সহযোগিতা করেছে তাদের সহযোগী সংগঠন রাজাকার-আলবদর আলশামস।

সকল বিস্তারিত সংবাদ

এই পাতার শিরোনাম

ব্রিটিশ কাউন্সিলের তরুণদের ওপর জরিপে বেরিয়েছে নানান তথ্য। ৭০ ভাগ তরুণ মনে করে- ॥ দেশ সঠিক পথেই
জয় দিয়ে শুরু আর্জেন্টিনার যাত্রা
জামায়াতের হাজার কোটি টাকার বিপরীতে বরাদ্দ অপ্রতুল
গ্লোব জনকণ্ঠ পরিবারে শোকের ছায়া ॥ বেপরোয়া বাস কেড়ে নিল শাহিন শম্পার প্রাণ
অর্থমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জিং মিশন বাজেট বাস্তবায়ন ॥ খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা
বর্ষা মৌসুম শুরু কাল ॥ মেঘের ঘনঘটা, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই
তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ১২ কোটি টাকা, প্রয়োজন হাজার কোটি
মা ও পুত্রকন্যা মৃত্যুর ঘটনায় ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা
গৌরনদীতে জামায়াতের ঘাঁটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত!
মহাসমাবেশ ও লংমার্চ কর্মসূচী যুবলীগের
ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থক দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ, রক্তাক্ত জখম
বখাটে প্রতিরোধের শিক্ষা দিবস আজ
৫শ' মে.ও. পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনে চসিককে অনাপত্তি মন্ত্রণালয়ের
লোডশেডিংয়ের মাত্রা আধা ঘণ্টা ॥ বিদ্যুত দাবিতে ঘেরাও বিক্ষোভ
রাঙ্গামাটিতে সড়ক নৌপথ অবরোধ চলাকালে সংঘর্ষ ॥ আহত ১৫
মাহমুদুরকে ৪ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে উত্তরা থানা
মিশন ইউরোপ

বিজ্ঞাপন

সাবধানবাণী: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাইটের কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।